বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৩ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫

বিষয়: পেট্রোবাংলার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেবা গ্রহীতাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত গণশুনানির কার্যবিবরণী।

প্রধান অতিথি:	**জনাব জনেন্দ্র নাথ সরকার** চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা।
সভাপতি:	**মোঃ আলতাফ হোসেন** পরিচালক (প্রশাসন) ও সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি, পেট্রোবাংলা।
গণশুনানির তারিখ:	০৬.০৩.২০২৩ খ্রি.
গণশুনানির সময়:	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান:	ড. হাবিবুর রহমান অডিটরিয়াম, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
উপস্থিতি:	পরিশিষ্ট-ক

গণশুনানির শুরুতে সভাপতি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি (চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা) এবং পেট্রোবাংলার অন্যান্য পরিচালকমন্ডলী কে সাথে নিয়ে আসন গ্রহণ করেন। গণশুনানি অনুষ্ঠানের সঞ্চালক পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মহোদয়-কে গণশুনানীর উদ্বোধন এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। এ পর্যায়ে প্রধান অতিথি (চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা) উপস্থিত পেট্রোবাংলা'র কোম্পানিসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর সূচনা বক্তব্য শুরু করেন। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পেট্রোবাংলা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে মর্মে প্রধান অতিথি উল্লেখ করেন। তিনি দেশীয় উৎস থেকে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৫ সালের মধ্যে আরো ৪৬টি নতুন অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও ওয়ার্কওভার কূপ খননের উদ্যোগ গ্রহণ করে তাঁর বাস্তবায়ন চলমান থাকার বিষয়ে অবহিত করেন এবং উক্ত লক্ষ্যমাত্রাটি ২০২৫ সালের পরিবর্তে ২০২৪ সালের মধ্যেই বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। তথাপি জ্বালানির চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে কিছুটা ঘাটতি থাকায় বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয় এবং গ্রাহক-কে কাঙ্ক্ষিত চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। বিভিন্ন সময়ে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাগণ যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হন সেই সকল অভিজ্ঞতা শেয়ার করে অত্র সংস্থার সেবার গুণগত মান উন্নয়নে মতামত/পরামর্শ প্রদান করবেন মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি উপস্থিত পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণকে সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ/মতামত গুরুত্বসহকারে শ্রবণ এবং আন্তরিকভাবে তা সমাধানের প্রয়াস কিংবা কোম্পানির সীমাবদ্ধতা অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করে গণশুনানির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

২। এ পর্যায়ে প্রধান অতিথির অনুমতিক্রমে অনুষ্ঠানের সভাপতি গণশুনানিতে উপস্থিত বিভিন্ন পর্যায়ের সেবাগ্রহীতাদের পেট্রোবাংলা হতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের অভিযোগ/পরামর্শ এবং মতামত তুলে ধরার জন্য অনুরোধ জানান। গণশুনানি অনুষ্ঠানে উপস্থিত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ ফারুক হোসেন উল্লেখ করেন যে গণঅভিযোগের পাশাপাশি পেট্রোবাংলা বা এর আওতাধীন কোম্পানির প্রতিনিধিগণ চাইলে এখানে অভ্যন্তরীণ সেবার বিষয়ে তাঁদের অভিযোগ/মতামত জানাতে পারেন। গণশুনানিতে উপস্থিত বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রাহক; এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও সিএনজি ফিলিং স্টেশন ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিবৃন্দ, শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, ঠিকাদারের প্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সংবাদকর্মীগণ পর্যায়ক্রমে তাঁদের বক্তব্য ও মতামত তুলে ধরেন। গণশুনানির আলোচনা/ফিডব্যাক পর্বের সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

২.১। জনাব কাজী শাহানুর হোসেন, জেনারেল ম্যানেজার, চাঁদনী টেক্সটাইলস মিলস লিঃ, উল্লেখ করেন যে, ময়মনসিংহের ভালুকা এলাকায় গত মাসে টানা ৮-১০ দিন লাইনে কোন প্রকার গ্যাস ছিলনা এবং তিতাস কর্তৃপক্ষ এর কোন কারণ ব্যাখ্যা করেনি। এছাড়া বিগত কয়েকমাস যাবৎ সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকার পর হতে সকাল পর্যন্ত গ্যাসের চাপ একদমই থাকেনা। এটা কি কারণে হচ্ছে এবং কবে সমাধান হবে তিনি তা জানতে চান। এছাড়াও তিনি দীর্ঘসময় লাইনে গ্যাস না থাকলে তা আগে থেকে অবহিত করার অনুরোধ জানান যাতে করে এরূপ পরিস্থিতিতে শিল্প কারখানার শ্রমিকদের ছুটি দেয়া যায়। তাঁর প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ লিঃ (টিজিটিডিসিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক উল্লেখ করেন যে, বিগত কয়েকমাসে বৈশ্বিক জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং ডলার সংকটের কারণে স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানি সাময়িক বন্ধ থাকায় চাহিদার চেয়ে কম গ্যাস সরবরাহ ছিল।

এছাড়া রুরাল পাওয়ার কোঃ লিঃ (আরপিসিএল) কে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহ করতে হয়েছে বিধায় রাতের বেলা গ্যাসের চাপ কম ছিল। গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকলে তা পূর্ব থেকে টেলিফোনে বা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া তিতাস গ্যাসের হটলাইন নাম্বার কিংবা আঞ্চলিক/প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তার নাম্বারে টেলিফোন করলে সকল তথ্য জানা যাবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। এ পর্যায়ে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মহোদয় জানান যে, বিবিয়ানা-ধনুয়া লাইন হতে অতিরিক্ত ১০-২০ এমএমসিএফডি গ্যাস অত্র এলাকায় সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া ভোলা হতে সিএনজি গ্যাস পরিবহন করে আনার একটি পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সেচ ও গ্রীষ্ম মৌসুমের বর্ধিত চাহিদা বিবেচনায় স্পট মার্কেট হতে চলতি মাসেই এলএনজি আমদানি করা হবে। তিনি চলতি মার্চ, ২০২৩ মাস হতেই ভালুকা এলাকায় গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে মর্মে জানান।

২.২। তিতাস গ্যাসের শিল্প শ্রেণীর গ্রাহক সালমা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, ভালুকা-এর কর্ণধার জনাব কবিরুল ইসলাম জানান যে, একদিকে রাতের বেলা গ্যাস সরবরাহ থাকেনা, দিনের বেলা থাকলেও গ্যাসের চাপ খুবই কম থাকে। তিনি গ্যাসের চাপ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান। এ প্রসঙ্গে তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, পাইপ লাইনের শেষপ্রান্তে অবস্থিত গ্রাহক স্বাভাবিক কারণেই গ্যাসের চাপ কম পেয়ে থাকেন। তাছাড়া অবৈধ লাইন স্থাপন করে গ্যাস সরিয়ে নেয়ার ফলে চাপ আরও কমে যায় এবং বৈধ গ্রাহকগণ ভুক্তভোগী হন বলে উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ উচ্ছেদকরণের বিষয়ে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমে তিনি বৈধ গ্রাহকগণের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়া তিনি শিল্প মালিকগণকে নতুন কারখানা স্থাপনের আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পেট্রোবাংলা/কোম্পানি কর্তৃক গ্যাস সরবরাহের সক্ষমতার বিষয়টি অবহিত হয়ে বিনিয়োগ করার অনুরোধ জানান।

২.৩। তিতাস গ্যাসের শিল্প শ্রেণীর গ্রাহক এমেক্স নিটিং কম্পোজিট লিঃ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নুরুল ইসলাম জানান যে, নারায়ণগঞ্জের বন্দর এলাকায় বিগত অক্টোবর ২০২১ সাল থেকে ৮ টি প্রতিষ্ঠান গ্যাস সরবরাহ একদমই পাচ্ছেনা। ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে কর্মীদের বেতন পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে যাবে। তিনি গ্যাসের চাপ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। উক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটির ফ্যাক্টরি মদনপুর ৪ ইঞ্চি পাইপ লাইনের একদম শেষপ্রান্তে অবস্থিত। এছাড়া উক্ত পাইপলাইন হতে প্রায়শই অবৈধ সংযোগ চিহ্নিত করে বিচ্ছিন্ন করা হয়। ফলে কম ব্যাসের পাইপলাইন এবং অবৈধ সংযোগের কারণে পাইপলাইনের শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর পূর্বেই গ্যাসের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। তিনি ভবিষ্যতে বেশী ব্যাসের পাইপলাইন স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দেন এবং অবৈধ গ্যাস সংযোগ উচ্ছেদে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা কামনা করেন। এ প্রসঙ্গে বন্দর, নারায়ণগঞ্জ এলাকার আরেকজন শিল্প মালিক জনাব মোস্তফা কামাল তিতাস গ্যাসের অর্থায়নে উক্ত এলাকার ৪ ইঞ্চি পাইপ লাইনটি ৮ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপলাইন দ্বারা প্রতিস্থাপনের অনুরোধ জানান।

২.৪। এ পর্যায়ে বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন ওনার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব ফারহান নূর জানান যে, সিএনজি স্টেশনগুলো থেকে জামানত হিসেবে যে পরিমাণ ব্যাংক গ্যারান্টি রাখা হয় তা তুলনামূলক বেশী। তিনি জামানতের পরিমাণ কমানোর অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি সিনএজি স্টেশনগুলোতে লোড চার্জ ইমপোজ করার কথা উল্লেখ করে তা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। অনেক সময় গ্যাস বিপণন কোম্পানি হতে দীর্ঘ কয়েকমাসের বিল বকেয়া থাকা সিএনজি স্টেশনের তালিকা দেওয়া হয় যাতে অনেক অসঙ্গতি/ভুল থাকে। বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ এর আওতাধীন বিভিন্ন সিএনজি স্টেশন সংলগ্ন রাস্তার কাজের সময় পাইপলাইন স্থানান্তর বা মেরামত করার প্রয়োজন হলে তার ব্যয় সিএনজি স্টেশন হতে নির্বাহ করার বিষয়েও তিনি আপত্তি জানান। তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, নীতিমালা অনুযায়ী সিএনজি স্টেশনগুলোতে গ্যাস সংযোগ দেয়ার সময় ২ মাসের বিলের সমপরিমাণ অর্থ জামানত হিসেবে ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে নেয়া হয়। সেটা ১ মাস করার বিষয়ে ইতোমধ্যে সিএনজি এসোসিয়েশন আবেদন করেছে। যদি সময়মত বিল প্রাপ্তির বিষয়টি আরও নিশ্চিত করা যায় তাহলে জামানতের পরিমাণ কমিয়ে ১ মাসের বিলের সমপরিমাণ করা যেতে পারে। পেট্রোবাংলা'র পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স) জানান যে, খসড়া গ্যাস বিপণন নীতিমালাটি চূড়ান্ত করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যা শীঘ্রই চূড়ান্ত হবে বলে আশা করা যায়। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী সিএনজি স্টেশনগুলোর ক্রয়মূল্য/বিক্রয়মূল্য সমন্বয় করে একটি নির্দিষ্ট হারে অপারেটিং চার্জ নির্ধারণ করা থাকবে। কিছু সিএনজি স্টেশনে আদালতের মামলার কারণে বকেয়া দীর্ঘায়িত হয় যার তালিকা এসোসিয়েশনের কাছে দেয়া হতে পারে, এ ছাড়া বিপণন কোম্পানি হতে নিয়মিত বিল আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়ে থাকে। বাখারাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, Roads & Highway কর্তৃক মহাসড়কের কাজ করার সময় কোন সিএনজি স্টেশনে গ্যাস সংযোগের পাইপলাইন স্থানান্তর বা মেরামত করার দরকার হলে উক্ত কাজের ব্যয় সাময়িকভাবে উক্ত সিএনজি স্টেশন হতে নির্বাহ করার নির্দেশনা দেয়া হয় যা পরবর্তীতে Roads & Highway আদায়ের পর ফেরত প্রদানপূর্বক সমন্বয় করা হবে।

২.৫। জনাব মোশাররফ হোসেন, উপ-সচিব (বিজিএমইএ) অবৈধ গ্যাস সংযোগের কারণে বৈধ গ্রাহকগণ প্রকৃত বিল দিয়েও গ্যাসের আশানুরূপ সরবরাহ পাচ্ছেন না বলে উল্লেখ করেন। তিনি অবৈধ গ্যাস বিচ্ছিন্নকরণে পেট্রোবাংলা এবং তিতাস গ্যাসের আরও জোড়ালো ভূমিকা পালনের অনুরোধ জানান এবং প্রয়োজন হলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনির সহায়তা বাড়ানোর বিষয়ে মতামত দেন।

২.৬। আবাসিক গ্যাস ব্যবহারকারীদের প্রতিনিধি হিসেবে কামরাঙ্গিরচর এলাকার বাসিন্দা এবং উক্ত এলাকার ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম জানান যে, অবৈধ গ্যাস ব্যবহারকারীদের দুষ্টচক্রের প্রভাবে বৈধ গ্রাহকগণ ঠিক মত গ্যাসের প্রেশার পেতেন না। অনেকে ২ টি চুলার অনুমোদন নিয়ে ১০-২০ টি চুলা চালান। সম্প্রতি তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের উচ্ছেদ অভিযান জোরদার করায় বৈধ গ্রাহকগণ উপকৃত হচ্ছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ অভিযান আরও জোরদার করার আহ্বান জানান এবং এরূপ অভিযানে প্রয়োজনে সহায়তা করার মনোভাব ব্যক্ত করেন। অবৈধ লাইন বিচ্ছিন্ন করার পর তা পুনঃসংযোগ হয় উল্লেখ করে তিনি মনিটরিং আরও জোরদার করার অনুরোধ জানান।

২.৭। গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতিনিধি, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার জনাব শাহেদ সিদ্দিকি আলোচ্য গণশুনানিতে উল্লেখ করেন যে, দেশের জ্বালানি খাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পেট্রোবাংলার একটি বড় ভিশন থাকা প্রয়োজন। সমুদ্র বিজয়ের পর প্রায় ১০ বছর অতিক্রান্ত হলেও বাস্তবে দেশের জলসীমা হতে তেল/গ্যাস উত্তোলনের জন্য কতটুকু কাজ করা হয়েছে তা জানতে চান। দেশের মূল্যবান সম্পদ গ্যাসের অবৈধ ব্যবহারকারীদের তিনি সমূলে উৎপাটনের অনুরোধ জানান। এছাড়াও তিনি ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার কর্মপরিকল্পনা জানতে চান। এ প্রসঙ্গে গণশুনানির প্রধান অতিথি ও পেট্রোবাংলার মাননীয় চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন যে গ্যাসের অবৈধ সংযোগ চিরতরে উচ্ছেদের লক্ষ্যে জোড়ালো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে কর্মকর্তাগণ লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও সামান্য ছাড় না দিয়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। তিনি বিগত ২ বছরে প্রায় ৫ লাখ অবৈধ সংযোগ এবং ৫,০০০ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের অবৈধ লাইন উচ্ছেদ করার তথ্য জানান। অবৈধ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে যদি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত থাকে তাহলে তাঁদেরকে চিহ্নিত করে চাকুরিচুত করার জন্য তিনি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থলভাগ ও জলভাগে ধারাবাহিকভাবে জ্বালানি অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান চলমান রয়েছে বলে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। দেশের সমুদ্রসীমায় অনুসন্ধান চালানোর জন্য বিভিন্ন আইওসি প্রতিষ্ঠানকে আগ্রহী করার লক্ষ্যে নতুন মডেল পিএসসি'র খসড়া চূড়ান্ত করার কার্যক্রম চলমান থাকার কথা উল্লেখ করেন যা আগামী এপ্রিল ২০২৩ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত হবে মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন। দেশীয় উৎস থেকে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৪ সালের মধ্যে ৪৬টি নতুন অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও ওয়ার্কওভার কূপ খননের শতভাগ কার্যক্রম বাপেক্স-কে দিয়ে করার চেষ্টা থাকলেও বাস্তবে বাপেক্স কর্তৃক ২৭-২৮টি কূপ খনন সম্ভব হবে বলে তিনি জানান। অবশিষ্ট কূপগুলো বাপেক্স এর কাছাকাছি মূল্যে করতে সক্ষম অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে করানো হবে। এ পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে দৈনিক প্রায় ৩০০-৬০০ এমএমসিএফডি গ্যাস নতুন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ মহলের পরামর্শ গ্রহণ করে বিগত সময়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তিনি বিশেষজ্ঞ মহলের কাছে সমালোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন ইতিবাচক পরামর্শ কামনা করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, দেশীয় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের নতুন উৎস আবিস্কারের লক্ষ্যে সিলেট এলাকার বিয়ানীবাজার ও জকিগঞ্জে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ করা হচ্ছে, ভোলা এলাকায় ২-ডি সাইসমিক সার্ভে করা হচ্ছে। এছাড়া বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উত্তর ও দক্ষিণ অংশে উন্মুক্ত খনির জন্য একটি সমীক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্রে একটি ভূগর্ভস্থ খনি নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে যা হতে উৎপাদিত কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে। এছাড়াও মধ্যপাড়া গ্রানাইট খনির পাশে আরও একটি নতুন খনি (২য় ফেইজ) নির্মাণের পরিকল্পনার কথা তিনি জানান। তিতাস গ্যাস ফিল্ডে একটি ডিপ-ড্রিলিংয়ের পরিকল্পনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন যা সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশের জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

২.৮। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ ফারুক হোসেন গণশুনানির এ পর্যায়ে উল্লেখ করেন যে, তথ্য আদান প্রদানে কিছুটা ঘাটতি থাকায় আলোচিত বিষয়গুলোতে সেবাগ্রহিতাদের মধ্যে একটা অভিযোগ বা অসন্তোষ দেখা দেয় বলে তিনি মনে করেন। ভবিষ্যতে বিভিন্ন তথ্যসমূহ সঠিকভাবে জণসাধারণের কাছে পৌঁছে দিলে উদ্ভুত অভিযোগসমূহের অধিকাংশই আর থাকবেনা মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি একটি অংশগ্রহণমূলক গণশুনানি আয়োজনের জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২.৯। গণশুনানির মুক্ত আলোচনা পর্বের প্রায় শেষ পর্যায়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি পেট্রোবাংলা কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। সরকারের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন এবং জনগণকে বিনা

হয়রানিতে ও স্বল্পতম সময়ে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে সর্বদা সচেষ্ট থাকার জন্য তিনি উপস্থিত পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি কোম্পানিপ্রান্তে গণশুনানি আয়োজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিশেষে তিনি প্রধান অতিথিকে সমাপনী বক্তব্য প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানান।

২.১০। এ পর্যায়ে গণশুনানির প্রধান অতিথি ও পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান তাঁর সমাপনী বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সরকার আসন্ন রমজান, গ্রীষ্ম ও সেচ মৌসুমের বর্ধিত চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে বর্ধিত হারে এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিল্প এবং বিদ্যুৎ খাতে চাহিদা মোতাবেক গ্যাস প্রদানের বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পেট্রোবাংলা সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। পেট্রোবাংলা তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করে চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাবে। পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিগুলো জনগণকে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ায় সচেষ্ট থাকবে মর্মে তিনি আশ্বস্ত করেন। গ্যাসের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কিছুটা কম থাকায় কিছু কিছু এলাকায় স্বল্পচাপ জনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা পর্যায়ক্রমে সমাধান করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি অবহিত করেন। তিনি গ্রাহকদেরকে মূল্যবান জ্বালানি গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও সচেতন থাকার অনুরোধ জানান এবং অবৈধ গ্যাস সংযোগের তথ্য প্রদান করে তা উচ্ছেদকরণে সহায়তার অনুরোধ জানান। পরিশেষে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রাহক প্রতিনিধি এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে তাঁদের মূল্যবান মতামতের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করে গণশুনানির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

24/06/2026

(মোঃ আলতাফ হোসেন)
পরিচালক (প্রশাসন)
ও
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি, পেট্রোবাংলা।

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। পরিচালক (অর্থ), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
২। পরিচালক (পিএসসি), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৩। পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৪। পরিচালক (পরিকল্পনা), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৫। সচিব, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল কোম্পানি), পেট্রোবাংলা।
৭। বিভাগ/ডিপার্টমেন্ট প্রধানগণ, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৮। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
৯। উপব্যবস্থাপক (আইটি), পেট্রোবাংলা, ঢাকা। (কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১০। অফিস কপি।